দৈনিক বাংলা

তারিখ ৩০/৯/৮১
পৃষ্ঠা ...

মন্ত্রিদের পরিচিতি

(৭-এর পৃঃ পর)

সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

জনাব রেয়াজউদ্দিন বহু সমাজ-কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। তিনি কুড়িগ্রাম এতিম-খানা কলেজ ও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

জনাব রেয়াজউদ্দিন আহমদ ১৯৭৯ সালের ১৫ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেন এবং একই বৎসর আগস্ট মাসে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী হিসেবে শ্রম ও শিল্প কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব-প্রাপ্ত হন। ১৯৮১ সালের ২৭শে নবেম্বর শ্রম, জনশক্তি ও সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

জনাব রেয়াজউদ্দিন আহমদ ১৯৮০ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত অন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সম্মেলন, ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শ্রম মন্ত্রীদের সম্মেলন ও অন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ৯ম আঞ্চলিক সম্মেলন ১৯৮১ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সম্মেলন এবং বাগদাদে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ শ্রম মন্ত্রীদের দ্বিতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন।

জনাব রেয়াজউদ্দিন আহমদ বিবাহিত এবং দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

আবদুর রহমান বিশ্বাস

জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস ১৯২৬ সনে বাখরগঞ্জের শায়েস্তাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরিশাল জেলা স্কুল, বরিশাল বিএম কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯৫৫ সনে বরিশাল বারে যোগদান করেন এবং আইনজীবী হিসাবে সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ১৯৭৪ ও ১৯৭৬ সনে বরিশাল বারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ সনে ঢাকা হাইকোর্টে এডভোকেট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হন। জনাব বিশ্বাস সব সময় মৌলিক অধিকার খর্ব ও আইনের, শাসনের বিরুদ্ধে গৃহীত যে কোন ধরনের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তিনি ১৯৬২ এবং ১৯৬৫ সনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ছিলেন।

জনাব বিশ্বাস বিভিন্ন সামাজিক। সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ও আছেন। পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। বরিশাল সমবায় ব্যাংক ও ইসলামিয়া আরবান সমবায় ব্যাংকের ভাইস-চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রভিন্সিয়াল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের ডিরেক্টর ছিলেন। শায়েস্তাবাদ হাইস্কুল, কাগাসুরা হাইস্কুল, বরিশাল কলেজ, বরিশাল আইন কলেজ এবং সৈয়দ হাতেম আলী কলেজসহ বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় তার অবদান রয়েছে। তিনি স্বাধীনতাযুদ্ধে ব্যাপক অবদান রাখেন।

১৯৬৭ সনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড লেবানন ও সৌদি আরবে ব্যাপক সফর করেন।

১৯৭৯ সনে সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী হিসাবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৫ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। জনাব বিশ্বাস বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য। ১৯৮০ সনের ২৪শে এপ্রিল মন্ত্রিসভা থেকে অবাহতি লাভ করেন।

১৯৮১ সালের ২৭শে নবেম্বর জনাব বিশ্বাস বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।